জয়শীলা গুহ বাগচীর কবিতা

বুঝে নেওয়া

আমি আমার কাছে স্নানের জল রাখি। গলা থেকে বের করি গাছের মূর্তি। সাবান জলের মতো পেছল…

আমার চলন থেকে নোনা মাটি ঝরে পড়ে। জন্মের গন্ধ মেখে আমার যোনীতে আমি ঘুমোই। কথার শব্দ আর কথার বহুমুখে…

কে আর কাঠুরিয়া চায় বল? ডালপালা থাকলে তোমাকে দেখা যায়। যদিও দৃশ্যমানতার কোনও মানে…

'তুমি' শব্দই বা কী! নিয়মের গায়ে আঁকা মৃত হরিণ। পুরনো নাকি নতুন! মাটির জল…

আমিই ওকে নির্মাণ করি। গুঁড়ো গুঁড়ো বাড়িঘরের রঙ থিতিয়ে পড়ে চামড়ায়।

জ্বলে ওঠা সুইচ বোর্ডের দিকে…

দাঁতের ভেতর একটি ভাত অপেক্ষা করে। জোনাকির মতো এবং বিস্ফোরণের মতো। দূরে ঘণ্টার শব্দে…

পরিচয় ঘষে মেজে একটা আচ্ছন্ন নদী। অথচ আমৃত্যু ঘর, ঘরের ভেতর ঘর। ঘুমন্ত লাবডুবে হাত ডুবিয়ে…

বেঁচে থাকার জন্য একটা সমবেত চিৎকার জরুরি। যে শব্দ শোনা যায় না তার নিজস্ব সমুদ্র থাকে। নিজের ভেতর বড় হয়ে ওঠে…

কে জানে কোন জলের মতো জল আছে! নিভৃত অক্ষর ভাসে স্যালাইনে। দৃশ্য মরে গেলে…

মশারির ভেতর গল্প রেখো। প্রজারা যুদ্ধে গেলে রাজা জুতো খোলে। রাণীর ঘুম ভাঙলে ...

জয়শীলা গুহ বাগচী জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা। কবিতাই তাঁর ভালোলাগা ও ভালোবাসার মাধ্যম হলেও গদ্যের জগতেও বিচরণ অবাধ। ভাষা ও ভাষ্যের স্বতন্ত্র পথটি তৈরি করেছে তাঁর নিজস্ব পরিচয়। এ যাবত আটটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। পেশায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। জলপাইগুড়ি দূরদর্শন কেন্দ্রে বহুবছর সঞ্চালক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।